দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

234

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ সিরাজুল হককে বয়কট করার সিদ্ধান্ত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল হকের দ্বিতীয় বার অবসরকালীন চাকরি বৃদ্ধি করায় আগামী ১লা জুলাই হতে তাকে বিভাগে সার্বিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিভাগীয় মতামতকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে সিরাজুল হকের চাকরি বৃদ্ধি করায় বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়েছে।

ডঃ সিরাজুল হক ৫৮ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তাকে সরাসরি অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে

বয়কট ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

বয়কট ঃ সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এধরনের ঘটনা এটিই প্রথম।

বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি অভিযোগ করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হকের মোট কার্যকাল ৪/৫ বছরের বেশি নয়। এসময় বিভাগে তার কোন গবেষণাকর্ম নেই। বহুবার তিনি এমএসসি থিসিস ছাত্র নেবেন কথা দিয়েও ৪/৫ বছরে একটি ছাত্রেরও থিসিস পরিচালনা করেননি। এছাড়া গত দু'বছরের ১ম বছর অসুস্থতার কারণে বিভাগেই আসেননি। ২য় বছরে তিনি এমএসসি ১ম পর্বের একটি ক্লাসও নেননি।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কোন কাজে তাকে কখনই পাওয়া যায়নি। ২ বছরের তার চাকরি বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ে শুধু বিতর্কই ছিল না বরং পক্ষপাতমূলকও ছিল, কারণ তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে নিজে প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে তার চাকরি বৃদ্ধির ব্যাপারটি বিতর্কিতভাবে সিএন্ডডি কমিটিতে পাস করিয়ে নেন।

এসকল সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪শে জুন বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির এক জরুরী সভায় বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে পাস কাটিয়ে ডঃ সিরাজুল হকের ২য় বার চাকরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং আগামী ১লা জুলাই হতে ডঃ হককে বিভাগের সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডঃ হকের ব্যবহৃত কক্ষটিও অনতিবিলম্বে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করা হয়।